

হেলেন কেলারের আত্মজীবনীমূলক বই A darkened world- এর অংশ বিশেষ নবম-দশম শ্রেণিতে আমাদের পাঠ্য ছিল। অন্যান্য গদ্যের মতো এটাও পড়াচ্ছিলেন ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার্সের শিক্ষক। আমরাও পড়ে যাচ্ছিলাম সিলেবাসের চৌহদ্দী ডিঙাতে যতটুকু পড়তে হয় ঠিক ততটুকু। অথবা শিক্ষক যেভাবে পড়াচ্ছেন সেভাবে। তাতে জেনেছিলাম অন্ধ ও বধির এক নারী হেলেন কেলারের জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতার কথা। এর মধ্যে যে শিক্ষক র‍্যাপিড রিডার্স পড়াচ্ছিলেন তিনি বদলি হওয়ায় একদিন ক্লাসে এলেন নতুন শিক্ষক আরমান স্যার। তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে এলেও জানালেন এখন থেকে সপ্তাহে একদিন সাহিত্যের এ ক্লাস নেবেন। শুরুতেই তিনি সবাইকে A darkened world কথাটার মানে জিজ্ঞেস করলেন। আর কিছু না হোক, লেখার শিরোনামের অর্থ সবার জানা। সম্মিলিত স্বরে উত্তর এলো 'একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী' স্যার। স্যার বললেন, ঠিক বলেছ। আচ্ছা কেউকি বলতে পারবে A darkened world কেন? ওয়ার্ল্ড বা পৃথিবী তো একটাই। তাহলে তার আগে 'একটি' কেন? এবার সম্মিলিত নীরবতা। তাই তো একটি কেন? এ প্রশ্ন তো মনে আসেনি কখনও। আগের স্যারও তো এ বিষয়ে কিছু বলেননি। কারও কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে স্যার বলতে লাগলেন-শোনো, পৃথিবী একটাই। এক পৃথিবীতেই উত্তর গোলাপ দক্ষিণ গোলাপের ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বাস। কিন্তু এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের রয়েছে একটি করে নিজস্ব পৃথিবী। যা শুধুই তার। তার নিজস্ব ভাবনা-অনুভূতি-চিন্তা-কল্পনার জগত। এখানে একজনের পৃথিবী অন্যের থেকে আলাদা।

মিলু শামস

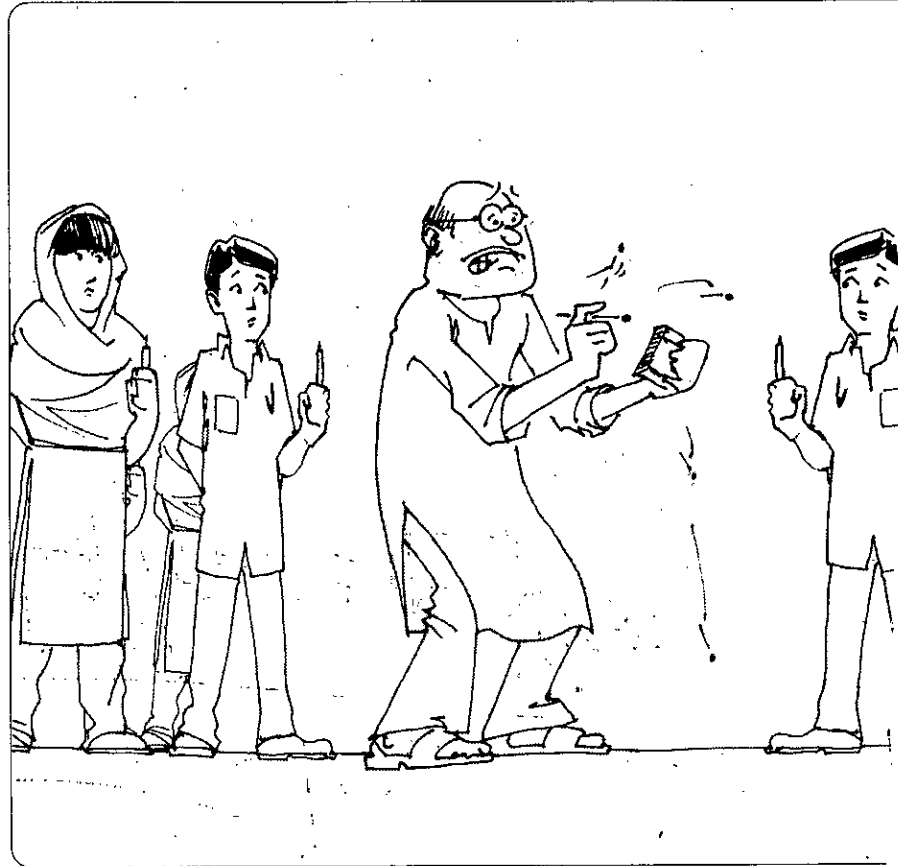
জন্মের পর কঠিন অসুখে হেলেন কেলার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে প্রবেশ করেন সে জগতের অভিজ্ঞতা-অনুভূতি শুধুমাত্র তারই। এ জন্য লেখার শিরোনাম A darkened world।

মুহুর্তে চোখ খুলে যায়। এতদিন যে ছিল অন্ধ ও বধির এক প্রতিবন্ধী নারী। বিরক্তি নিয়ে যে পাঠের 'ব্রড কোয়েস্টন' 'শর্ট কোয়েস্টন' মুখস্থ করেছি হঠাৎই তার প্রতি অনুভূত হয় গভীর মমতা। 'অন্ধ ও বধির'-এর মতো কর্কশ শব্দের জায়গায় আলোহীন, শব্দ-বর্ণহীন একটি জীবনের করল বাস্তবতা সামনে এসে দাঁড়ায়। সত্যিই তো দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির জগতে আলো আছে। বর্ণ আছে সঙ্গীত আছে। ফুল-পাখি, পাহাড়-নদী সবই আছে। আর হেলেন কেলারের...। এই প্রথম ইচ্ছে জাগে ওই যন্ত্রণাময় জগত অনুভব করে দেখার। আগ্রহ জাগে ওই অন্ধকার তিনি কীভাবে জয় করেছিলেন তা জানার A darkened world এর পুরো টেক্সট ধরা দিয়েছিল ভিন্ন ব্যঞ্জনা।

সাহিত্যের কাজই এই। অন্তরকে আলোকিত করা। মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ জাগিয়ে অধিকতর মানবিক করা। কত আগের কথা! তবু আরমান স্যারের কথা বার বার মনে পড়ে। একজন সত্যিকারের শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীর মনে কৌতূহল জাগিয়ে সাহিত্যের বোধ তৈরি করতে পারেন। আজও অভিভূত হই কত অল্প কথায় সহজ করে পুরো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিই পাণ্টে দিয়েছিলেন তিনি। দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির কাজ একটি পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই করতে হয়। পরিবারের ভূমিকা যদিও আরও প্রাথমিক তবে শিক্ষার বুনিয়ে তৈরিতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যপাঠ, সাহিত্যের রুচি ও বোধ তৈরি হওয়ার শুরু এ সময় থেকেই। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় তা কতটুকু নিশ্চিত হচ্ছে? পাঠক্রম এবং পাঠদাতার অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষার্থীকে কতখানি সাহিত্য বোধসম্পন্ন করে গড়ে তুলছেন? এ প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার এ জন্য যে সাহিত্য ও ইতিহাসবোধহীন মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না।

এই যে সদ্য প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষায় শতকরা বাহাত্তর দশমিক সাতচল্লিশ ভাগ গড় পাসের হার নিয়ে সারাদেশে এত শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলো তাদের মনে সাহিত্য কীভাবে ফেলল? সে খোঁজ রাখার অধিকাংশ কারোই নড়াতে হয়ে ওঠে না। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে তথাকথিত 'সৃজনশীল' পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া শুরু হয়েছে দু'হাজার বার থেকে। ওই বছরই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সাহিত্য পাঠের কিছু উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেয়। সেগুলো হলো- এক, বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও অন্তর্নিহিত শক্তিশালী সম্পর্কে ধারণা সংহতকরণ। দুই, প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্য অর্জন। তিন, পাঠের মর্মবস্তু অনুধাবন, সাহিত্যের রসোপলব্ধি ও পাঠাভ্যাসে আগ্রহী হওয়া। চার, বিষয়বস্তুর যুক্তিপূর্ণ

'সৃজনশীল' এর বন্যা যায় সাহিত্যবে



দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির কাজ একটি পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই করতে প্রাথমিক তবে শিক্ষার বুনিয়ে তৈরিতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সাহিত্যপাঠ, সাহিত্যের রুচি ও বোধ তৈরি হওয়ার

উপস্থাপনা পারদর্শিতা অর্জন। পাঁচ, নৈতিকতা, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা সামাজিক মূল্যবোধ ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ। সাধন। ছয়, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া ইত্যাদি।

সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে হিমমত পোষণ করা কঠিন। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে এ বিষয়গুলো নিশ্চিত হলে ধরে নেয়া যায় আমাদের শিক্ষার্থীরা চমৎকার সাহিত্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তবতা একেবারেই অন্যরকম। 'সৃজনশীল' প্রশ্ন পদ্ধতি আমাদের এখানে চালু হয়েছিল কেমব্রিজ ও এডেল্‌স কারিকুলামের অনুকরণে। কিন্তু এ কারিকুলাম সৃজনশীলতা বিকাশের বিষয়টি যেভাবে নিশ্চিত করেছে আমাদের দেশের বাস্তবতায় বাংলা মাধ্যমে তা এখনও সম্ভব হয়নি। 'সৃজনশীল' পদ্ধতি নামে যে গাল ভরা শব্দ চালু হয়েছে তা আসলে সৃজনশীল নয় বরং তার উল্টো। ঢাকা বোর্ডের এক সময়ের চেয়ারম্যান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বিভিন্ন সাক্ষাতকার ও বক্তৃতায় একে 'কাঠামোবদ্ধ' (Structured) প্রশ্ন বলেছেন। আসলেই তাই সৃজনশীল শব্দটি চালু হয়েছিল আবদুল্লাহ আবু সাদ্দদের প্রস্তাবে। 'কাঠামোবদ্ধ'র ঠোঁট মুখ ধ্বনি সূত্রায় এর উচ্চারণ অসুবিধাজনক-এ অজুহাতে। আর মোহাম্মদ জাফরইকবালের মনে হয়েছিল, 'শব্দটি 'কটমটে' তাই এ নামটাকে পাণ্টে সৃজনশীল করে দেওয়া হয়েছিল।' প্রশ্নের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হলো নির্দিষ্ট একটি কাঠামো বা ছকের মধ্যে এর প্রশ্ন ও উত্তর সীমাবদ্ধ। সৃজনশীলতার সত্যিকার বিকাশের সুযোগ এখানে কম। বিশেষ করে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতায়। কেমব্রিজ, এডেল্‌স শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য গাইডলাইন দেয়া থাকে। কীভাবে একজন শিক্ষার্থী নির্ধারিত পাঠের বাইরে আরেকটি পাঠ থেকে নির্জের সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেবে তা শেখানো হয়। সে জন্য তাদের জন্য আলাদা বই নির্ধারিত থাকে। যেমন পাঠ্যসূচীতে ও'হেনরির কোন গল্প থাকলে

পাঠসূচীর বাইরে এই মানের আরেক সাহিত্য গল্প থাকে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা যাচাইয়ের জ- সেখান থেকে প্রশ্ন করে তার সাহিত্যবোধের যাচাই করা হয়। আমাদের দেশে এর দু- অনুকরণ করতে গিয়ে কী ধরনের স্থূলতার আ- নেয়া হয়? আর দু'একটি নমুনা-

'আমেনা খাতুন প্রতিদিন সন্ধ্যার আগেই ব- ফেরে। তিন কন্যা-তিন ছেলের মা সে। কন্যা- বিয়ে দেয়ার পর ছেলের বউয়ের সেবা প্রত- করে। স্বামীর মৃত্যুর পর যে ঘরটাতে থাকত সে ভাগে পেয়েছে ছোট ছেলে। এখন বারান্দায় ঘুম- একদিন বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায় তার। ২ দিনের কাজ সেসে নাতিদের জন্য কিছু মিস্টার আসে। কিন্তু বাড়িতে আর ঢুকতে পারে না। ৩ দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে সে ডাকে তার ছেলে ছেলের বউকে। কেউ সাড়া দেয় না।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'সোনার তরী' কবি পাঠ মূল্যায়নের জন্য Stem বা উদ্দীপক নির্ধ- করা হয়েছে এ গদ্যাংশটি। এ থেকে সোনার কবিতার পাঠ মূল্যায়ন করা হবে। যেসব প্র- উত্তর দিতে হবে তা হলো, ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার পাঠ মূল্যায়ন করার জন্য যোবেল পুরস্কার করেন? খ. 'ধান কাটা হলো সারা' বলতে কী বুঝিয়েছেন? গ. উদ্দীপকের আমেনা খাতুনের সোনার তরী কবিতায় বর্ণিত কৃষকের কী সাযুজ্য আছে? থাকলে বর্ণনা কর। ঘ. প্র- মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি বহন করছে আ- খাতুন- আলোচনা কর। 'সোনার তরী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোনার তরী' উপন্যাসের উদ্দীপকটি থেকে কী কী নিষ্ক- এবং টিপু তিন বন্ধু। একটি কর্পোরেট আ- উদযুক্ত খাটে তারা। টিপু ইডি স্যারের খুব ব- লোক। কবির কাজে খুব মনোযোগী এবং পার- নিয়ামুল কবিরের খুব ভক্ত। প্রাতিষ্ঠানিক- ব্যক্তিগত যে কোন সমস্যা নিয়ামুল কবিরের, নির্ভরশীল। কবির সারা মাস কাজ করার পর- নেয়ার সময় প্রায়ই আফসোস করে- টিপু, স্যারের লোক হওয়ায় সে বেতন নেয় তাদের বেশি। কবির মাঝে মধ্যে ক্ষুব্ধ হয়, ভাবে- ছেড়ে দেবে। কিন্তু সংসারের কথা ভেবে।



নির্বাচন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নি- প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প- লাখ কাগজপত্রহীন- বিদেশীকে আমেরিকাতে ২- বলে আভাসের পর তারা- দিন গুনছে। ট্রাম্প তাদের- করা এবং যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সি- নির্মাণের প্রতিশ্রুতি থেকে- সম্প্রতি ইঙ্গিত মেলে।- ইন্ডিয়ায়।

ট্রাম্প তার অবস্থানে কোন- ঘটেনি বলে সোমবার- করেন। তিনি গত সপ্তা- নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠক- থেকে সরে আসেন বলে- সত্যতা অস্বীকার করলে- অস্বস্তিকর ও গুরুতর ইস্যু- এক "ন্যায়সঙ্গত" সমাধানের- ইস্যুটি প্রধানত আমেরি- ল্যাটিনো জনগোষ্ঠী সম্পর্কি- মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে অট- কিন্তু এটি ভারতসহ বিশ্বের- আসা লাখ লাখ লোক সম্পা- হয় অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রা- বৈধভাবে আসার পর যু- অবস্থায় রয়েছে। ট্রাম্প

ক্রিনটন ফাউন্ডেশন দাতারা সহজেই হিলারির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন

হিলারি ক্রিনটন যুক্ত- পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে আন্ত- পর্যায়ে তার পরিচিত লোক- তহবিল যোগানদাতারা সহজে- ঘনিষ্ঠ মহলের সঙ্গে যোগ- করতে পারতেন সদ্য প্রকাশিত- ডেপুটি চীফ অব স্টাফের ন- থেকে সেটি জানা গেছে। এ- আগেই কথা উঠলেও সদ্য প্র- ইমেলগুলো থেকে জানা- ক্রিনটন ফাউন্ডেশনের দাতার- সহজেই হিলারি ও তার প- দফতরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের- যোগাযোগ করতে পার- হিলারি এবার ডেমোক্র্যাটিক- থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নি- প্রার্থী হয়েছেন। খবর ওয়াশি- পোস্ট অনলাইনের। এ- নিয়ে 'আগেও "কথা"- গিয়েছিল যে হিলারি পররা- থাকাকালে ক্রিনটন ফাউন্ডে- দাতাদের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণা- স্টাফদের নাগাল পাওয়া কোন- কাজ ছিল না। জুডিশিয়াল- নামে একটি রক্ষণশীল নজ- সংস্থা সোমবার আদালতে- পৃষ্ঠার ইমেল যোগাযোগের বি- প্রকাশ করেছে। এতে হি- পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময়ে- ডেপুটি চীফ অব স্টাফ- আবেদনের ইনবক্স থেকে- ইমেলগুলো ফিল- প্রবেশ